সংবাদ

তারিখ 29 SEP 2005
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

এইচএসসি পরীক্ষার পাস ফেল

নটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও সমমানের সাত ক্যাটাগরির বিভিন্ন পরীক্ষার ফল গত সোমবার একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। সাত শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় রেকর্ডসংখ্যক পাসের গড় হার শতকরা ৫৯.১৬ ভাগ। গত বছরের তুলনায় এ হার ১২ ভাগ বেশি। এর আগে ১৯৯১ সালে উচ্চহারের পাসের চেয়েও বেশি। এ বছর সর্বোচ্চ 'গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ'-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বহুগুণে বেড়েছে। যেসব ছাত্রছাত্রী ভাল ফল করেছে তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। তাদের মধ্যে যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে, আমরা তাদের সাফল্য কামনা করছি।

এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৪০.৮৪ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। আমাদের প্রচলিত ভাষায় তারা 'ফেল' করেছে। আমরা আশা করব তারা এখানেই শিক্ষাজীবনের ইতি টানবে না। তারা পরীক্ষায় 'ফেল' করেছে মানে এই নয় যে, তারা সবদিক থেকে ব্যর্থ। পরীক্ষায় পাস করতে না পারার একাধিক কারণের মধ্যে আছে কলেজগুলোয় শিক্ষকের অভাব, নিম্নমানের শিক্ষক ও শিক্ষাদান এবং অবকাঠামোর অভাব। ছাত্রছাত্রীদের পরিবারের আর্থিক অবস্থাও তাদের পরীক্ষার ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলে। যারা পরীক্ষায় ভাল করেছে, তাদের বড় একটা অংশ প্রাইভেট টিউশনির মাধ্যমে পরীক্ষায় ভাল করার কৌশল রপ্ত করেছে। যারা ফেল করেছে, তারা হয়তো প্রাইভেট টিউশনির সুযোগ পায়নি। যারা পাস করতে পারেনি তাদের অনেকেই ইংরেজি ও গণিতে খারাপ করেছে বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী। দেশে ইংরেজি ও গণিত শিক্ষার মান যে দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে এটা তার আরেকটা প্রমাণ। বহুদিন থেকেই ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার কথা শোনা যাচ্ছে; কিন্তু তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। মফস্বল এলাকার কলেজগুলোয় এ দুটি বিষয়ে শিক্ষক সঙ্কটের দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। ৪০ শতাংশের বেশি পরীক্ষার্থী যে পাস করতে পারেনি তার কারণ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

দেশে অপচয়ের একটি নিদর্শন হলো- ১৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় কেউই পাস করতে পারেনি। এদের মধ্যে ৮৩টি হলো মাদ্রাসা। এ সংখ্যাটি দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে ইঙ্গিত বহন করছে। শিক্ষামন্ত্রী জানালেন, গত বছর ২৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে 'কঠোর ব্যবস্থা' নেয়ার ফলে সংখ্যাটি নাকি কমে গেছে। এবারও নাকি ১৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে 'কঠোর ব্যবস্থা' নেয়া হবে। শিক্ষার প্রশ্নে কোন রকম রাজনৈতিক বিবেচনায় নমনীয় হওয়া যাবে না। দেশে অনেক মাদ্রাসা আছে, যেগুলো সরকারের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই সরকারের অনুমোদন পেয়েছে এবং সরকারের অর্থ অপচয়ের ক্ষেত্র হয়ে আছে। অন্যদিকে মফস্বল কলেজগুলোর বেশিরভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবহেলার শিকার। সাধারণত মেধাবী শিক্ষক ও শিক্ষার উপকরণের অভাবেই এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মান বাড়ে না। পরীক্ষায় পাস ফেলের হার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এখনও মফস্বল কলেজগুলো পিছু হটছে। এ ধারার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এ বছরের এইচএসসি এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের রেজাল্টে প্রধানমন্ত্রীসহ সব সরকারি কর্মকর্তা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে শহর ও মফস্বলের শিক্ষায় বিস্তর ব্যবধান এবং ঘুরেফিরে দেশের কয়েকটি ভাল কলেজের 'তাক লাগানো' ফল অব্যাহত আছে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নামিদামি কলেজের মধ্যে জিপিএ-৫ কমবেশি সীমাবদ্ধ থাকাটা দেশে শিক্ষাদানের সার্বিক উন্নতির পরিচয় বহন করে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের ব্যাপারে মফস্বলের দিকে বাড়তি নজর না দিলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়া মফস্বল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। বিষয়টির দিকে বহুদিন থেকে নজর দিতে বলা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। তা যে করা হয়নি এবারের পরীক্ষার ফল থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।